দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 OCT 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

এবার সৃজনশীল পদ্ধতিতে ৮ম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে

॥ নিজামুল হক ॥

নতুন প্রবর্তিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে এবার প্রথমবারের মতো অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন মানবণ্টন অনুযায়ী বাংলা ও গণিত পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বর করে। সামাজিক ও সাধারণ বিজ্ঞান প্রতিটি পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ৫০ নম্বরের। তবে ইংরেজি বিষয়ের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ২০০৮ সালের নিয়মেই এ বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রতিবারের মতো এবারো সাধারণ কোটায় সারা দেশে ১০ হাজার এবং মেধাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে। সাধারণ বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা ২০০ টাকা এবং মেধাবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীরা (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্র)

(১৬শ পৃঃ পর)

পাবে মাসিক ৩০০ টাকা করে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২১ ডিসেম্বর বাংলা, ইংরেজি ও ২২ ডিসেম্বর গণিত, সাধারণ বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নতুন সিলেবাস ও মানবণ্টন অনুযায়ী বহু নির্বাচনী প্রশ্নে বাংলায় ৩০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এর মধ্যে ১৫টি গদ্যাংশ ও ১৫টি পদ্যাংশ থেকে। বাকি ৭০টি সৃজনশীল প্রশ্ন। গণিতে ৪০টি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে পাটিগণিতে ১৬, বীজগণিতে ১২ ও জ্যামিতিতে ১২ নম্বর। বাকি ৬০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে সৃজনশীলে। সাধারণ বিজ্ঞানে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে ২০টি। সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে ৩০টি। সামাজিক বিজ্ঞানের সিলেবাস ও মানবণ্টনও সাধারণ বিজ্ঞানের মতোই থাকবে।

অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে পরীক্ষার ফি। আগের চেয়ে চলতি বছর ফি বেশি দিতে হবে। আগে পরীক্ষার ফিস ছিল একশ' টাকা। এ বছর থেকে বৃত্তি পরীক্ষার ফি নেয়া হবে ১৫০ টাকা করে।

১৯৮৮ সালে সর্বশেষ বৃত্তি পরীক্ষার ফি প্রবর্তন করা হয়। মাউশির উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, ২১ বছর আগে নির্ধারিত খরচ দ্বারা এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মডারেশন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও কেন্দ্র ফি প্রদানের ফলে ভালোমানের শিক্ষক এ পরীক্ষার কাজে আগ্রহী হতে চান না। এবার ব্যয় বাড়িয়ে ভালোমানের শিক্ষককে এ পরীক্ষায় সম্পৃক্ত করা হবে।